অপ্রচলিত সব্জী "ব্রোকোলি" চাষ

ডঃ সুরজিৎ সরকার
কোচবিহার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

মাটি ঃ

১. বেলে-দোঁয়াশ, এঁটেল-দোঁয়াশ
২. ভালো নিকাশী ব্যবস্থা

জাত ঃ

১. উন্নত জাত - পাঞ্জাব ব্রোকোলি, পালাম সমৃদ্ধি
২. হাইব্রিড - গ্রীন স্টার, গ্রীন ম্যাজিক, ফিয়েস্তা, হারুমি-১৪৪, সুলতান, পুষ্পা, ব্রোঞ্জিনো, ঐশ্বর্য্য, সি.এল.এক্স-৩৫১০০

চাষের সময় ঃ

ভাদ্রের শেষার্ধ থেকে কার্ত্তিক মাস পর্যন্ত্য।

চারা গাছ তৈরী ঃ

১. বীজ বোনার আগে ট্রাইকোডারমা ভিরিডি (৫ গ্রা / লিটার জল) যুক্ত দ্রবণে ২৫-৩০ মিনিট ভিজিয়ে তারপর ছায়াযুক্ত জায়গায় মেলে শুকিয়ে নিতে হবে। এক বিঘা জমির জন্য ৩০-৪০ গ্রাম বীজ লাগে। বীজ ফেলার ২৫-৩০ দিন পর ৪-৫টি পাতা যুক্ত চারা গাছ বীজতলা থেকে তোলা হয়।
২. গাছ থেকে গাছ বা সারি থেকে সারির দূরত্ব ১.৫ ফুট রাখতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ

২-৩ চাষ দিয়ে জমি তৈরী করতে হবে। প্রথম চাষে বিঘা প্রতি ৩০ কুইন্টাল গোবর সার মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। শেষ চাষে বিঘা প্রতি ইউরিয়া ২২ কেজি, সিঙ্গল সুপার ফসফেট ৩৫ কেজি ও মিউরিয়েট অফ পটাশ ১২ কেজি প্রয়োগ করতে হবে।

চাপান সার ঃ

মূল জমিতে গাছ লাগাবার তিন ও ছয় সপ্তাহ পর বিঘা প্রতি ইউরিয়া ১০ কেজি ও মিউরিয়েট অফ পটাশ ৫ কেজি প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ ঃ

প্রত্যেকবার সার দেওয়ার পর ও মাটির জো বুঝে ১২-১৫ দিন পর সেচ দিতে হবে।

অনুখাদ্য প্রয়োগ ঃ

তিন সপ্তাহ পর বোরণ (সলিউবোর ২৫ গ্রাম / ১৫ লিটার জল) স্প্রে করতে হবে এবং ৩৫ ও ৫০ দিন পর অনুখাদ্য মিশ্রণ ট্রাসেল-২ @৩ গ্রাম / লি জল) স্প্রে করতে হবে।

ফলন ঃ

গাছ লাগাবার ৭০-৮০ দিন পর ব্রোকোলি বিক্রি করা যায়। উপরের ফুল কেটে দিলে, ফুলের দন্ডের নীচ থেকে আবার ফুল বের হয়। বিঘা প্রতি ফলন ২৫-৩০ কুইন্টাল ও আনুমানিক লাভ বিঘা প্রতি ৩৫-৪০ হাজার টাকা।

ব্রোকলি ঃ

একটি লাভজনক অপ্রচলিত সব্জি। ব্রোকলি খুবই সুস্বাদু ও উপকারী সব্জি এতে বিভিন্ন উপকারী ভিটামিন ও মিনারেল যেমন ভিটামিন এ, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন সি, কে, আয়রণ, ফোলিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম, সেলেনিয়াম এবং পটাশিয়াম থাকে যা আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যেমন বাড়ায় তেমনই আমাদের শরীর গঠন ও সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। বহুবিধ রোগ প্রতিরোধে ব্রোকলির জুড়ি মেলা ভার। মানব শরীরের অ্যানিমিয়া, বাত, রক্তচাপ, মধুমেহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রোগের শুধু প্রতিকার নয়, ব্রেকলিতে উপস্থিত রাসায়নিক যেমন ইন্ডোল ও সালফোরাফেন ক্যানসার রোগ প্রতিরোধেও সাহায্য করে।

আবহাওয়া ঃ

ব্রোকলি মূলত শীতকালীন ফসল। তাপমাত্রা ২০° সে. এক কাছাকাছি থাকলে এর বৃদ্ধি ভাল হয়। এর ফুলের বৃদ্ধির সময় বেশী তাপমাত্রা ও বৃষ্টি হলে ফুলের আকার ছোট হয় ও কপির ফলন কম হয়।

মাটি ঃ

জৈব সার সমৃদ্ধ বেলে-দোঁয়াশ, এঁটেল-দোঁয়াশ মাটিতে ব্রোকলির চাষ ভাল হয়। খেয়াল রাখতে হবে জমিতে যেন ভাল নিকাশী ব্যবস্থা থাকে।

জাত ঃ

উন্নত জাত - পাঞ্জাব ব্রোকোলি, পালাম সমৃদ্ধি
হাইব্রিড - গ্রীন স্টার, গ্রীন ম্যাজিক, ফিয়েস্তা, হারুমি-১৪৪, সুলতান, পুষ্পা, ব্রোঞ্জিনো, ঐশ্বর্য্য, সি.এল.এক্স-৩৫১০০

চাষের সময় ঃ ব্রোকলির বীজ ভাদ্রের শেষার্ধ থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত্য ফেলা যেতে পারে।

চারা গাছ তৈরী ঃ

চারা গাছ বীজতলা বা প্রোট্রেতে তৈরী করা যেতে পারে। চারাগাছ তৈরীর জন্য বীজ বোনার আগে ট্রাইকোডারমা ভিরিডি (৫ গ্রা / লিটার জল) এবং সিউডোমোনাস ফ্লুওরোসেন্স (৫ গ্রা / লিটার জল) যুক্ত দ্রবণে ২৫-৩০ মিনিট ভিজিয়ে তারপর ছায়াযুক্ত জায়গায় মেলে শুকিয়ে নিতে হবে। এক বিঘা জমির জন্য ৩০-৪০ গ্রাম বীজ লাগে। বীজ ফেলার ২৫-৩০ দিন পর ৪-৫টি পাতা যুক্ত চারা গাছ বীজতলা থেকে তোলা হয় মূল জমিতে লাগাবার জন্য।

মূল জমিতে লাগানো ঃ

এ ক্ষেত্রে গাছ থেকে গাছ বা সারি থেকে সারির দূরত্ব ১.৫ ফুট রাখতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ

২-৩ চাষ দিয়ে জমি তৈরী করতে হবে। প্রথম চাষে বিঘা প্রতি ৩০ কুইন্টাল গোবর সার মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। শেষ চাষে বিঘা প্রতি ইউরিয়া ২২ কেজি, সিঙ্গল সুপার ফসফেট ৩৫ কেজি ও মিউরিয়েট অফ পটাশ ১২ কেজি প্রয়োগ করতে হবে।

চাপান সার ঃ

মূল জমিতে গাছ লাগাবার তিন ও ছয় সপ্তাহ পর বিঘা প্রতি ইউরিয়া ১০ কেজি ও মিউরিয়েট অফ পটাশ ৫ কেজি প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ ঃ

প্রত্যেকবার সার দেওয়ার পর ও মাটির জো বুঝে ১২-১৫ দিন পর সেচ দিতে হবে।

অনুখাদ্য প্রয়োগ ঃ

তিন সপ্তাহ পর বোরণ (সলিউবোর ২৫ গ্রাম / ১৫ লিটার জল) স্প্রে করতে হবে এবং ৩৫ ও ৫০ দিন পর অনুখাদ্য মিশ্রণ (ট্রাসেল-২ @৩ গ্রাম / লি জল) স্প্রে করতে হবে।

ফলন ঃ

গাছ লাগাবার ৭০-৮০ দিন পর ব্রোকোলি বিক্রি করা যায়। উপরের ফুল কেটে দিলে, ফুলের দন্ডের নীচ থেকে আবার ফুল বের হয়। বিঘা প্রতি ফলন ২৫-৩০ কুইন্টাল ও আনুমানিক লাভ বিঘা প্রতি ৩৫-৪০ হাজার টাকা।